



আ-শৈশব ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম দাস
ওঁকারনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য অরিন্দম
চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজ, কোলকাতা
এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য
দর্শনে—বিশেষত আধুনিক ভাষাদর্শনে
শিক্ষা-লাভ করে, কোলকাতা, লন্ডন,
সিয়াটল, দিল্লি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার
পর, গত পনেরো বছর ধরে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন
বিভাগে প্রফেসার পদে কর্মরত। ওঁর দুই
দিক্‌পাল অধ্যাপক স্যার পিটার স্ট্রিন্স এবং
প্রফেসার বিমলকৃষ্ণ মতিলালের
সহ-সম্পাদকতায় অরিন্দম দুটি বই
সম্পাদনা করেছেন। এ ছাড়া ইংরেজিতে
Denying Existence আর সংস্কৃত ভাষায়
আধুনিক-প্রতীচ্য-প্রমাণ-সীমাংসা—এই দুটি
বই-এর তিনি রচয়িতা। বাংলায় ইতিমধ্যেই
তঁার দুটি অনবদ্য বই প্রকাশিত হয়েছে।
তার একটি হলো *দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি*
শারীরিক তর্ক, অন্যটি হলো *মননের মধু*।
২০১৩ সালের বইমেলায় সদ্য প্রকাশিত
হলো তঁার অন্য একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ
ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি
আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস।

প্রচ্ছদ : বাবুল দে
ছবি : ভাষা চক্রবর্তী

[illegible]

ভাতকাপড়ের ভাবনা
এবং
কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস
২০১৪ সালের
'আনন্দ পুরস্কার'-প্রাপ্ত



ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং
কয়েকটি আর্টপোরে দার্শনিক প্রয়াস

ଆବିଷ୍କରଣ ଫାକ୍ଟର



সূচি

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক-কথন	
প্রস্তাবনা	১১
ভাতকাপড়ের ভাবনা	১৭
মরিবার হ'ল তার সাধ	৭১
থাকা না থাকার কথা	১০৩
বৈষম্য-অলঙ্ঘীয়ে পাবোই	১১৫
প্রসঙ্গ প্রতিশোধ	১২৫
হিংসে ঈর্ষ্যা অসূয়া	১৬৭
কি করি?	১৮৬
বক-ধার্মিক	২০৪
লাগার কথা	২২৬
‘যদি’-সপ্তপদী	২৩০
পথ চাই : সেও বড় ভালো লাগে	২৩৬

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্কথন

ভেবেছিলাম “রোটি, কাপড়ার” পর “মকান” নিয়ে লিখবো।
অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। যদিও এর আগে অন্য একটি বই-তে “গেহ” তথা ঘর
নিয়ে লিখেছি, বাসস্থানের দর্শন নিয়ে লিখতে গেলে যত ভালো করে
হাইডিগার এবং লেভিনাস পড়া দরকার তত ভালো করেই বাস্তবশাস্ত্র,
“সমরাস্ত্রসূত্রধার” ইত্যাদি গ্রন্থও পড়া প্রয়োজন। ক্ষুধার ফেনোমেনোলজিতে
না ডুবলে যেমন অন্নতত্ত্বের তল পাওয়া যায় না, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত
বিবস্ত্রতার বিশ্লেষণ ব্যতীত যেমন বসনচিন্তনে গভীরতা আসে না ঠিক তেমনি
উদ্ভাস্ত্র, গৃহহীন, পথবাসী মানুষের ‘অনুভবের রাজনীতি’-টা না বুঝলে বাসা,
বাড়ি, কুটীর অট্টালিকার নৈতিক-নন্দনতাত্ত্বিক মেটাফিজিক্সে প্রবেশ করা যায়
না। নীরবতাটা যার অভাব তা-ই যেমন আওয়াজ, বে-ঘর জীবনে যার
অভাব তাই হল বাসস্থান। অধীর বিশ্বাসের “উদ্ভাস্ত্র পঞ্জিকা” বইটিতে আমরা
“বসত”-এর একমাত্র এক হৃদয়ানুভূতিদর্শনের ছবি পাই। খাদ্যের
প্রয়োজনটা যদি মানুষপশুপাখি সবারই এক রকম একটা “নেচার”-এর
ব্যাপার হয় (ভোজন শিল্পটা যদিও বা মানুষের অসাধারণ ধর্ম হয়), আর
বস্ত্রের প্রয়োজনটা যদি পুরোপুরি মানুষের একার বৈশিষ্ট্য এবং “কালচার”
ঘটিত হয়, ‘বাসার’ প্রয়োজনটা যেন এই নেচার আর কালচারের মাঝামাঝি।
অন্ততঃ মৌমাছি বাবুই পাখি ইত্যাদি—এরা “সংস্কৃতি”বান্ না হয়েও বাসা
বাঁধে। কাজেই গৃহনির্মাণ কেবল মনুষ্যজাতির অসাধারণ ধর্ম নয়। অথচ বস্ত্র,
বয়ন, সীবন, ফ্যাশন ইত্যাদি “পোশাকি” ব্যাপার শুধু মানুষেরই বিলাস, কৃষ্টি
আর ঝঞ্ঝাট। পোশাকের একটা ভাষা তথা চিহ্নবিজ্ঞান—সেমিওটিক্স আছে।
ঘর-বাড়ি কি সেরকম “কথা বলে”?

আমার বসবার ঘরটি যদি আসবাব, যন্ত্রপাতিতে (টিভি, মিউজিক
সিস্টেম ইত্যাদি) পর্দায়, বিদ্যাঠাসাঠাসি বই-এর তাকে অতিথিকে তাক

লাগানোর মতন হয় তাহলে “ঘরের কথা” শব্দ যুগ্মের দুটো আলাদা মানে বেরোতেই পারে। ঘর বিষয়ক কথা (“আপনারা কবে ওই তিন বেডরুমের বাড়িটাতে শিফট করছেন?”) আর ঘর যে কথা বলে সেই কথা (যথা “এবাড়িতে কোনো দিনরাতের কাজের লোক নেই”)। এছাড়া রয়েছে সেই সব গোপনীয় পারিবারিক স্মৃতি সঞ্চিত খবর বা প্রসঙ্গ যেগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ গৃহস্থদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঘরের কথা বাইরে বলাটা ভালো নয়। বাসস্থানের দর্শনের একটা অংশ তাই ‘স্পেস’ এবং ‘প্রাইভেসি’ —এই দুটি অতি জটিল ধারণারও মূল আকৃতিটার বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ।

‘ভাত কাপড়ের ভাবনা’র প্রথম সংস্করণে তাড়াছড়োতে মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছিল। প্রকাশক ও লেখক সেইসব ছাপার ভুলের দায়িত্ব নিয়ে এই দ্বিতীয় সংস্করণকে নিখুঁত করার চেষ্টা করলেন। মার্জনা চাওয়া এবং মার্জনা করার পর আশা করছি বইটি আরো একটু শ্রীযুক্ত হল। কিন্তু বাসস্থানের ইতিহাস-যুক্তি-অনুভব মেশানো ফিলসফি এই দ্বিতীয় সংস্করণেও করা গেল না। ভবিষ্যতে একটা কোনো বড়োসড়ো ‘দেহতত্ত্বের রূপরেখা’ নামক কাজের অঙ্গ হিসেবে তাঁবু থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সব রকম বাসস্থানের স্থাপত্য দর্শন এবং ইদানীংকার ভারতে তথা বিশ্বে বিত্তক্ষমতালীলীর বহুতল গৃহগৌরবের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ মানুষের গৃহহীনতার হাহাকারের দরদী তর্কময় ফিলসফি করবার ইচ্ছে রইল। বইটিকে পুরস্কৃত করে আনন্দবাজার এবং ভ্রমসংশোধনের দ্বারা পরিষ্কৃত করে অধ্যাপক প্রবালকুমার সেন আমার এবং অনুষ্ঠাপ সম্পাদক অনিল আচার্যের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বাংলায় দর্শনচর্চা খেয়ে পরে বেঁচে থাক। অম্লহীন অম্ল-উৎপাদক, ছিন্নবস্ত্রাবৃত বস্ত্র বয়নকারী, ঘরহারানো রাজমিস্ত্রীর সংখ্যা কমে আসুক। প্রতিশোধের অর্থহীনতা, কাঞ্চন-কৌলীন্যের ঈর্ষ্যালু প্রতিযোগিতা, আরো ভালো করে বাঁচবার কামনায় আত্মহননের জটিলতা, এই সব নিয়ে আরো নতুন সমাজ-বদলানো দার্শনিক চিন্তাকে উদ্ভুদ্ধ করুক দ্বিতীয় সংস্করণ-ধন্য এই ঐহিক বইটি।

অরিন্দম চক্রবর্তী

১৭.০৪.২০১৪

প্র স্তা ব না

বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের যুক্তাক্ষর লিখতে শেখানোর জন্য বাবা ছোটো ছোটো পদ্য রচনা করতেন খামখেয়ালি ভাবে। ক'য়ে মূর্খন্য-য “ক্ষ” লেখা অভ্যেস করাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন :

“লক্ষ জনের ক্ষুধার অন্ন

যক্ষের সঞ্চয়

অলক্ষ্যে হয় ক্ষয়”

মা-ও ছিলেন খাদ্যরসিক, কিন্তু পাতে খাবার ফেলে রেখে উঠে গেলে খুব রাগ করতেন। টেঁচেপুঁছে খাওয়ার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ভিথিরিদের ভিক্ষে দেওয়াতেন আমাদের দিয়ে। দিতে দিতেও যথেষ্ট দিতে পারছেন না, এই লজ্জা বোধ করতে আর তাদের কুশল প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন। শেষ দিকে রান্না করা ভাত-তরকারি তাদের বেড়ে খাওয়াতেন—যদি দুপুরবেলা কোনো “কাঙাল” এসে পড়তো। বিয়ের আগে গান্ধীজীর ভক্ত ছিলেন মা-বাবা দুজনেই—মোট চালের ভাত, সরল সাদাসিধে কাপড় পরার কড়াকড়ি মা-র কড়া মেজাজের পিতৃদেবই বকে-বকে মা'র ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবাও জামাকাপড়ের বিলাসিতা শুধু অপছন্দ নয়, ঘৃণা করতেন। অথচ ভেতরে ভেতরে বেশ শৌখিন শিল্পী মানুষ ছিলেন। শুধু যে নিজে গান্ধী-বিনোবার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে চরখা কেটেছেন সেজন্য নয়, কৈশোরে কুমিল্লায় “রামমালা ছাত্রাবাসে” অনাথ বালকদের সঙ্গে থেকে বিলাসিতা বর্জনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলেও বটে। আমাদের দু ভাই-এর, স্কুলে পড়ার সময়ে, বন্ধুবান্ধব সহপাঠী পাড়ার সমবয়সীদের দেখাদেখি ভেতরে ভেতরে—যখন যেটা বাজারে ফ্যাশন উঠতো—টেরিলিন, ডেব্রন, এসবের জামাপ্যান্টের শখ তো হতই। পুজোর সময়ে উৎসবসজ্জায় সকলে বেশ